—: সত্য ও শিক্ষার জন্য লিখিত :—

কালের হাওয়া

বা

সিনেমা দেবীর প্রণাম

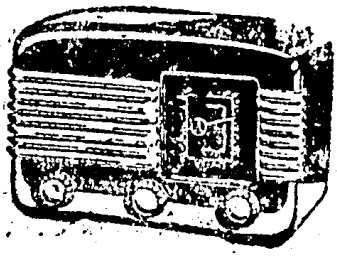

লেখক ও প্রকাশক :- জনপ্রিয় বহুছড়া প্রণেতা
যামিন আলি খাঁ
সাং—সিংবেড়িয়া পোষ্ট—পঞ্চগ্রাম
থানা—ডিঃ হারবার

নকল হইতে সাবধান

জোড়া পোষ্ট কার্ড পাঠাইলে উত্তর দেওয়া হয়।

রেজি নং—২৯।৯।৬২ মূল্য—১২ পয়সা

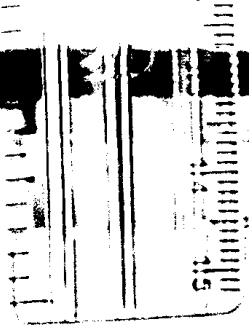

—: কবিতা আরম্ভ :—

দেশে অকাল এলো পয়সা গেল দুঃখেতে প্রাণ বাঁচেনা
একি আরও হলো ভাই ভেবে যে বাঁচিনা।
আহা কি হইলো,

আহা কি হইলো সব সাজিল টকী দেখার তরে,
আনন্দেতে ওরে ভরে প্রাণ উঠিল ভরে।
লাগলো হুড়াহুড়ী,

লাগলো হুড়াহুড়ী পারাপারী টকীর অংশনে,
ফাষ্ট ক্লাসের টিকটগুলো নিচ্ছে সবাই কিনে।
—দিল গেট বাবুরে.

দিল গেট বাবুরে চেক করে টিকিটগুলো দিল,
হলের ভিতর গিয়ে তারা আপন সিট নিলো।
—ঐ যে টকীর হলে,

ঐ যে টকীর হলে বিজলী জ্বলে ইলেকট্রিকের বাতী,
টকী দেখে বাড়ী এসে দুঃখে কাটায় রাতি।
—কবি ভেবে বলে;

কবি ভেবে বলে এই কি হইল আজো বাংলা দেশ।
আবার স্বামীর কাছে গিয়ে গিন্নী ঘোমটা তুলে হাসে।
টকী দেখতে যাব ২ শিক্ষা পাব হুকুম তোমার চাই,
কর্ত্তা তখন উঠে বলে পয়সা এখন নাই।
বাধলো ভীষণ কেঠা ২ রাগের ছটা ভাঙ্গে পাচিল ২ বাড়ি,
রাগের ঠেলায় গিন্নী আমার শুইলো তাড়াতাড়ি।

সে যে ভাত খায়
নাগর বাবু হাত
ওগো চলো প্রি
কাজ নেই মোদে
গিন্নি তখন বলে
কবি ভেরে বলে
এবার হরি বলো
ভবের বন্ধু দীনব
এই যে কালের ই
সন্ধ্যা-আহ্নিক ও
ঘাড়ে চাপলো ক
টকী দেখবার সম
আরো আমি বল
কত ধনী গরীব স
ও ভাই দুঃখে মরি
পাঁচশো টাকার ক
টকীর বাহাদুরী ২
টক যারা দেখে ন
কত বুড়াবুড়ি ভিন
টকী দেখে উঠলো
টকীর মহৎ গুণে ২
চাঁদার মামা যাচ্ছে

সে যে ভাত খায়না ২ কয়না কথা অভিমান করে,
নাগর বাবু হাত ধরিয়া টানাটানি করে।
ওগো চলো প্রিয়ে রান্না ঘরে খাব দুইজনে,
কাজ নেই মোদের এই কুরুক্ষেত্র রণে।
গিন্নি তখন বলে ২ যাবো চলো দেখব আমি টকী,
কবি ভেরে বলে ঘোর কলিতে রইলো কি আর বাকি।
এবার হরি বলো ২ ভবে চলো ভবের বন্ধু নাই,
ভবের বন্ধু দীনবন্ধু যাহা করেন গোঁসাই।
এই যে কালের রীতি ২ স্টাইল করে ছায়ায় কথা কয়;
সন্ধ্যা-আহ্নিক ওরে ভাই টকীর হলে হয়।
ঘাড়ে চাপলো কলি ২ মুখে বুলি পয়সা হাতে নাই,
টকী দেখবার সময় হলে পয়সার অভাব নাই।
আরো আমি বলবো কত ২ শত শত মুখে না জুয়ায়;
কত ধনী গরীব সাধু সন্ন্যাসী টকী দেখতে যায়।
ও ভাই দুঃখে মরি ২ সারি সারি যাচ্ছে টকীর হলে,
পাঁচশো টাকার বউটি আমার চললো টকীর হলে।
টকীর বাহাদুরী ২ বলতে পারি কত রঙ্গ মনে,
টক যারা দেখে নাই পোড়ে মনের আগুনে।
কত বুড়াবুড়ি তিন কুড়ি বয়স হলো পার,
টকী দেখে উঠলো ক্ষেপে ঘরে থাকা ভার।
টকীর মহৎ গুণে ২ বর্তমানে পয়সা নিল লুটী,
চাঁদার মামা যাচ্ছে হেঁটে ভর দিয়ে লাঠি।

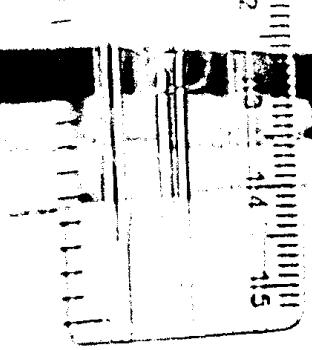

হাতে লণ্ঠন বাতি ২ সঙ্গে নাতি আর রাঙ্গুর মাসি
কৃষ্ণ কলি হীরে সোনা আর কালোশশী।
এরূপ দলে দলে ২ যাচ্ছে চলে রং মহলের ঘরে,
পর পুরুষের ধাক্কা কত রাস্তার উপরে।
কিবা চাউনি বাঁকা ২ লজ্জা ঢাকা অঙ্গের বসন ওড়ে,
টকীর বাতাস লাগলো দেশে জ্যান্ত মানুষ মরে।
পয়সার অভাব হলো ২ লিখতে হলো টকীর গুণখানি,
টকী দেখে বাড়ী এসে দুঃখে কাটায় রাতি।
পেটে ভাত জোটে না ২ কি কারখানা দেশটা হোল ছাই,
হতচ্ছাড়া টকী এসে সংসার করা দায়।
টকীর এমনি ধারা ২ পাগল করা ঘর কুলের ওই সতী,
স্বামীর ভক্তি দূরের কথা সন্ধ্যায় না দেয় বাতি।
কত চোখের ঠারে ২ পাগল করে যুবকের মন,
ছায়ার মানুষ সতীর প্রাণে দিচ্ছে জ্বালাতন।
তখন ওরা বলে ২ যাবো চলে বাধা না মানিব,
টিকিট বাবুর পয়সাগুলো গহনা বেচে দিব।
টকী দেখতে হবে ২ বাধা দিলে বাপের বাড়ী যাবো
তোমায় আমি ডাইভোর্স করে অন্য ঘর করিব।
সে যে আইন আছে ২ নয়গো মিছে কথা মিছে নয়,
আমার চৌদ্দ পুরুষ বলতে রাজী টকী চমৎকার।
টকী দেখতে হবে শিক্ষা পাবে বুঝে চালাও তরী,
চৌদ্দ পুরুষ যাবে টকীর সিঁড়ি ধরি।

যাবে শ্বশুর
আজব কা
এ যে অবা
ঘরের পয়স
পেটে ভাত
টকীর কলে
হুজুগ বেবে
টাকা শূন্য
এবার ডুবে
ওগো শুকন
ব্যাপার কা
যামিন কবি
শুনেন ভাই
ধর্মকর্ম ভু
কলির ব্যাপ
সকাল সন্ধ্য
দুঃখ বলবে
বাংলায় পয়
সিনেমায় চ
এমনি ভাবে
আমি লিখতে
সিনেমার টি

যাবে স্বশরীরে ২ স্বর্গ পুরে কথা মিথ্যা নয়,
আজব কালের ছায়ায় মানুষ সত্যি কথা কয়।
এ যে অবাক কাণ্ড ২ লণ্ডভণ্ড হুজুগ বেধে গেল,
ঘরের পয়সা পরকে দিয়ে পথে বসতে হলো)
পেটে ভাত জোটেনা ২ পাছায় টেনা সংসার করা দায়,
টকীর কলে আজব জন্তু মানুষ গিলে খায়
হুজুগ বেধে গেল ২ সামলে চলো জন্তু এলো দেশে,
টাকা শূন্য তহ বল তুমি মাথায় বাঁধা কসে।
এবার ডুবলো তরী ২ গলায় দড়ি লাগলো টানাটানি,
ওগো শুকনায় ভরা ডুবল এবার হাইলে না পায় পানি।
ব্যাপার কলির শেষে ২ দেশ বিদেশে আজগুবি ঘটনা,
যামিন কবি এবার করিল রচনা।
শুনেন ভাই সকলে ২ এক মিলে করিয়া খেয়াল,
ধর্ম্মকর্ম্ম ভুলে সব হয়েছে মাতাল।
কলির ব্যাপার ভারি ২ বলতে নারি লজ্জায় ধরে মাথা,
সকাল সন্ধ্যায় চলছে দেশে কেবল টকীর কথা।
দুঃখ বলবো কত ২ অবিরত স্পষ্ট দেখা যায়
বাংলায় পয়সা গেল সব সাধের সিনেমায়।
সিনেমায় চুম্বক আছে ২ নয়গো মিছে শুন ভাই বন্ধু,
এমনি ভাবে টানে লোক চুম্বক লোহার মত।
আমি লিখবো যাহা ২ সত্যি তাহা দেখ চিন্তা করে,
সিনেমার টিকিট কাটে কিন্তু ভাত নাই ঘরে।

এখন বিচার করো ২ শাস্ত্র যত ধরো বন্ধুগণ,
কুলনারী বাহিরে দেওয়া পতনের কারণ।
এইবার বিরাম ক্যান্ত ২ এই পর্য্যন্ত
করবো আমি ইতি,—

দিন থাকতে পথ দেখে নাও জেলে জ্ঞানের বাতি
এখন কি করি ২ তেবে মরি আরো শুন ভাই,
কি যে আমি লিখিব আজ ভাবিয়া না পাই।
টকী দেখতে হবে ২ সঙ্গে যাবে ঐ পাড়ার ঐ নাতি,
লোভিস সু পায় দিয়ে চলে ঘরের কুল বৌ সতী
চলে টকীর হলে ২ যাচ্ছে চলে মুখে মৃদু হাস
আবার অনুভারাণী উঠে বলে কোথায় যাচ্ছ মাসি।
যাব টকীর হলে ২ পর্দ্দায় ঝোলে নাগর নাগরী,
প্রেম বাতাসে দিচ্ছে দোলা নবীনা কিশোরী।
ওলো দেখবি যদি ২ সারবে ব্যাধি ছটপটানির আলা
ইচ্ছা মত ধরতে পারবি পর-পুরুষের গলা
মাথায় ময়ূর পাখা ২ ভঙ্গি বাঁকা, বাঁকা দু-নয়ন,
তালে বসে ছিল কৃষ্ণ যশোদানন্দন।
সখীরা নামলো জলে ২ বসন খুলে রাখিল উপরে,
সেই অবসরে কৃষ্ণ চোরা বসন চুরি করে।
টকী শিক্ষা গুরু ২ কল্পতরু পতিত পাবন,
বাংলাদেশে আজব খেয়াল পাগল করলো মন।
কবি ভেবে বলে ২ কলিকালে একি কারখানা
দিনে দিনে দিন ফুরালো ভেবে বাচিনা।

তাই এইখানেতে রাখলাম আমি অনেক কিছু বাকি
আরো কত লিখবো আমি যদি বেঁচে থাকি।
যামিন বলে এবার চমৎকার বিচার সুন্দর,
দুই আনা কবিতার দাম নিবেন ঘরে ঘর।
পত্নী শিক্ষা পাবে ২।
বুঝতে পারবে সতীর কি মহিমা।
সতী নারী পতি ছাড়া আর কিছু চায় না।
এখন এইখানেতে ২ শেষ করিলাম.
কবিতা বন্দনা কবিতা ঘর।
সিংবেড়িয়া গ্রাম ভুলে যে যাবেন না
আমার কাজ হলো ২ শুধু ভাই
বই বিক্রয় করা নূতন কবি লেখা।
ভাই নানা রকম ছড়া কবিতা।
ইতি হলো।

:— সমাপ্ত :—

গান

(ইলেটিট্রক ট্রেন চোড়না গাড়ী ছাড়লে উঠনা)

এমন মজা পাবে না চোখে কয়লা যাবে না।
ইলেকটি্রক ট্রেন.....
এইতো আছে নতুন বগি পালিশ করা ভাল সিট,
মনে সুখে বসে যাবে ধরবে না আর কোমর পিট।

ইলেকট্রিক ট্রেণ·——……
[illegible] বিষন ধারে বসে কেন আছো ভাই,
আমি তোমায় তুলে দিব কোন খানেতে যাবে ভাই।
হাওড়া টু বৈদ্যবাটি চন্দন নগর ধরবে না,
তারকেশ্বর নামিয়ে দিব তার বেশিতে যাবে না।
ইলেকট্রিক ট্রেণ——…
কয়লার ইঞ্জিন উঠে গিয়ে এমন বিপদ হয়েছে,
অনেক বাবুর চাকরী গিয়ে মাথায় বাড়ী পড়েছে।
ইলেকট্রিক ট্রেণ………
হাঁটু ভাঙ্গা বুক ধড়পড় এসব কিছু থাকবে না,
হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল যেতে বেশী সময় লাগবে না।

—: সমাপ্ত :—

মুদ্রণে :—
কালিকা প্রেস, বিজয়গঞ্জ বাজার।